এবার 'বাংরেজী' খেয়েছে ধরা

কাইউম পারভেজ

অনেকদিন আগের কথা। তা বছর পনেরো ষোল হবে। বাংলা-সিডনি.কম -এ নিয়মিত এক কলাম লিখতাম - 'এই শহরে এই বন্দরে' নামে। কোন পর্ব পাঠাতে দেরী করলে আনিসুর রহমান তাগাদা দিতেন। উত্তরে বলি সময়ের বড় অভাব। তাছাড়া লেখার জন্য আলাদা করে বেশ খানিকটা সময় বের করতে হয়। প্রথমে কলম কাগজে লেখা - তারপর সেটা টাইপ করে পাঠানো। আনিসুর রহমান বললেন কথাটা ঠিক তবে আপনি কাগজে লিখতে যান কেন সরাসরি কমপিউটারে লিখলেই (টাইপ করলে) তো হয়। সময় অনেক বাঁচে। আগের দিনে বিদেশী লেখকরা তো সবাই টাইপ রাইটারেই একবারে লিখে ফেলতো। আপনি চেষ্টা করেন। আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।

বাংলা টাইপে আমার হাতে খড়ি 'প্রবর্তন' দিয়ে। দেশে আমার এক প্রাক্তন সহকর্মী বন্ধু আছেন আমিনুল কবির বাবু (একেবারে আশ্চর্য্য মলম। যে কোন সমস্যার সমাধান তিনি কোন না কোনভাবে বের করবেনই) তাঁকে বললাম বাংলায় টাইপ করবো কী করে? তখনো ইন্টারনেট সেভাবে চালু হয়নি যে ডাউনলোড করবো। বললেন দেখি কী করা যায়। তিনি প্রবর্তন পাঠালেন সঙ্গে 'কি টিপিলে কি হয়' অর্থাৎ কী-বোর্ডে কোন অক্ষর টিপলে বাংলা কি অক্ষর হয় তার একটা ছক এবং অন্যান্য নির্দেশনা। সে বড় বিদঘুটে ব্যাপার । এক লাইন টাইপ করতে পাঁচ থেকে দশ মিনিট। তবুও হাল ছাড়িনি। আস্তে আস্তে টাইপের গতি বাড়ছে। এরপর একদিন বাবু ভাই পাঠালেন 'বিজয়' কী-বোর্ড। এ তো দেখি আরেক আশ্চর্য্য মলম। টাইপ করতে কোন কষ্ট হয় না। সময় লাগে না। যেমন করে ইংরেজী টাইপ করি তেমন। এমন কী ইংরেজী বাংলা দু'টোই একসঙ্গে।

আনিসুর রহমানকে আজও ধন্যবাদ জানাই। সেই থেকে যে কমপিউটারে বাংলা ইংরেজী লেখা লিখে চলছি তা আর পথ হারায়নি। কাগজে লেখা আমার উঠেই গেছে কেবল ছাত্রছাত্রীদের এ্যাসাইমেন্ট দেখতে গেলে ইংরেজী বা বাংলায় কোন পরীক্ষার খাতা দেখতে গেলে হাতে বাংলা লিখতে হয়।

বিজয় কী-বোর্ডটা ওপেন করলেই দেখতাম এক ভদ্রলোকের ছবি। নাম মোস্তফা জব্বার। তখন তাঁকে চিনতাম না। পরে এক সময়ে দেখলাম তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেন - প্রধানতঃ কমপিউটার নিয়ে এবং সবাইকে বাংলা কী-বোর্ড শেখার অনুপ্রেরণা দিয়ে। পরে জেনেছি তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় মাস্টার্স করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিকতা করেন। সংবাদপত্রে চাকরীও করেন। তবে তাঁর নেশা বাংলা সফ্টওয়ার এবং তা বাংলা ভাষাভাষিদের কাছে পোঁছে দেয়া। প্রথম প্রথম কেউ কমপিউটারে বাংলা টাইপ করতে চাইতো না। প্রথমত কমপিউটার সবার ঘরে নেই। কেনার সামর্থের বাইরে। দ্বিতীয়ত সবাই মুনির অপটিকাতে ব্যস্ত অভ্যস্ত। কে নতুন করে লেখাপড়ার ঝামেলা নেবে। মোস্তফা জব্বার নাছোড় বান্দা। লোক ধরে ধরে নিয়ে এসে জোর করে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাংলা কী বোর্ড শিখিয়েছেন। কখনো সামান্য পয়সা নিয়ে কখনো বিনে পয়সায়। তারপর আস্তে আস্তে দেশে কমপিউটার আসা বাড়তে লাগলো। প্রথমে কিছু অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। হায়রে সে কী ভয়াবহ অবস্থা। আমাদের ইনস্টিটিউটে একদিন শুনলাম কমপিউটার আসছে। সেজন্য একটা বিশাল ঘরকে ধুয়ে মুছে চুনকাম করে কার্পেট বিছানো হলো। তারপর সে ঘরে এয়ারকনডিশন। এরপর মহাপরিচালকের চিঠি - কেউ জুতা পরে কমপিউটারের ঘরে যেতে পারবে না। কমপিউটার বলে কথা। তারপর যেদিন কমপিউটার এলো সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে জুতো খুলে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে চুপি চুপি ঢুকলাম। ওমা কমপিউটার কোথায়? আমাদের বাড়ীর সেই প্রাচীন কালের ট্রানজিসটার থেকে একটু বড় কী যেন একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা -কাপড় সরিয়ে দেখলাম ওটাই কমপিউটার।

যা হোক দিন বদলেছে। এখন ঘরে ঘরে কমপিউটার। ঘরে ঘরে মোস্তফা জব্বারের বিজয় কী -বোর্ড। এর পাশাপাশি এখন এসেছে অভ্র-সহ আরো অনেক প্রোগ্রাম। শুরুটা করে দিয়েছিলেন মোস্তফা জব্বার। বাংলা ভাষাকে ভালবেসে আধুনিক বাংলা ভাষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মোস্তফা জব্বার। তাঁর আবার প্রচুর বদনাম - অনেক নিন্দুক। কেউ বলে বিজয় তাঁর প্রোগ্রাম না তিনি বুয়েটের এক ছাত্রের প্রোগ্রাম চুরি করে নিজের নামে চালিয়েছেন।

কেউ বলেন তিনি প্রতারক। আমার হিসেবে তিনি যাই করে থাকুন যদি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে এই বাংলা কী-বোর্ড নিয়ে না ঘুরতেন তবে আমাদের হয়তো এখনো মুনির অপটিকাতেই পড়ে থাকতে হতো। সাফ সাফ একটা কথা বলি - মোস্তফা জব্বার বাংলা ভাষাকে এই ডিজিটাল দুনিয়ায় রিলেরেসের মধ্যে ঢুকিয়েছেন। নইলে বাংলা ভাষা অনেক পিছনে পড়ে যেতো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দূর দৃষ্টিসম্পন্ন বলেই এবারে তাঁকে তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী বানিয়েছেন। মন্ত্রী হয়ে প্রথম দিনেই বললেন - বিদেশী সংস্থা ছাড়া দেশের আভ্যন্তরীণ কোন সংস্থার ইংরেজীতে লেখা চিঠি আমার মন্ত্রনালয়ে ঢুকতে পারবে না। আমি আশাবাদী তিনি বাংলা ভাষাকে এগিয়ে নিতে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন।

প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিমকে তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় থেকে সরিয়ে ওখানে মন্ত্রী করা হয়েছে মোস্তফা জব্বারকে আর তারানা হালিমকে প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে তথ্য মন্ত্রনালয়ে। তারানা হালিমের সহপাঠী নূরজাহান বেগম মুক্তা এমপি জানুয়ারীতে সংসদে একটি বিল আনেন যাতে উল্লেখ করা হয়েছে দেশের এফ এম রেডিওতে যেভাবে বাংলা-ইংরেজী মিলিয়ে এবং বাংলাভাষাকে ব্যঙ্গ করে উপস্থাপনা করা হয় তা বন্ধ করতে সরকার কী উদ্দ্যোগ নিতে পারে। তারানা হালিম তখনো তথ্য মন্ত্রনালয়ে আসেননি। যাহোক নতুন মন্ত্রনালয়ে এসেই তিনি সকল গণমাধ্যমকে বিশেষ করে ওই রেডিওগুলোকে তাঁর ভাষায় "বাংরেজী' পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন অন্যথায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (যারা দেশের এফ. এম রেডিওগুলো শোনার সুযোগ পাননি তারা যদি একাত্তর টেলিভিশনে মিউজিক বাজ (Buzz) অনুষ্ঠানটি একবার দেখেন তবেই বুঝবেন আমি এবং মন্ত্রী তারানা হালিম এবং নূরজাহান এমপি কিসের কথা বলছি। দুঃখ হয় দেশের এ প্রজন্মের ছেলে মেয়ে গুলো বাংলা ভাষাটাও পরিবর্তন করে ফেলেছে। ওরা যেন কেমন করে বাংলা বলে। আমার বুঝতে বড় কষ্ট হয়।)

আশার আলো দেখি - তারানা হালিমের মত ব্যক্তিত্বরা বাংলাকে আরো আরো এগিয়ে দেবেন। শুদ্ধ এবং সঠিক বাংলাকে এগিয়ে দেবেন।

যেমন করে এখানে এই দেশে এগিয়ে দিচ্ছে একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়া, বাংলা প্রসার কমিটি আর বাংলা স্কুল গুলো।

সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা।

মোদের গরব মোদের আশা - আ মরি বাংলা ভাষা।